

# বিজয় দিবস ২০০৫

## কিছু কথা কিছু ব্যথা. . .

### শাহজাহান চঞ্চল

স্বাধীনতার সনদ আমরা বাঙালিরা ছিনিয়ে এনেছি ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১। এ দিনটি আমাদের জাতীয় জীবনে স্মরণীয়, বরণীয়। আনন্দ বেদনার মিলিত এক অনুভূতি এ দিনে হাজির হয় চোখের সামনে। এক সাগর রক্ত, ৩০ লক্ষ প্রাণ, কত জায়া জননী ভগ্নির আত্মদানে আমরা পেয়েছি চাঁদচম্পা বিজয়, তাতো ভোলার নয়।

শোষিত, নিগৃহীত বাঙালিরা ৭১-এর ২৬ মার্চই হলো পুরোপুরি বিদ্রোহী। শপথ নিলো শত্রু বধের। একটি পতাকা, একটি ভুখন্ড আর একটি শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছিল নদী মেখলা কোমল দেশের জনগোষ্ঠী। যে মানুষগুলো কোন দিনই ছিলো না যুগ্মদেহী। সেই কোমল মানুষগুলো বলিষ্ঠ প্রত্যয়ে যোদ্ধা হলো।

বই কলমের সাথে নিবিড় সম্পর্ক ছেড়ে অস্ত্র হাতে নিলো ছাত্র শিক্ষক। লাঙ্গলের সাথে যাদের সম্পর্ক সেই কৃষকও হলো যোদ্ধা, শ্রমিক হাতুড়ি ফেলে ধরলো রাইফেল। গায়ের তাঁর দোতরায় বাঁধলো মুক্তির সুর। বাঙালি পুলিশ ইপিআর, সেনাবাহিনীর মুক্তি পাগল সদস্যরা সেই যুদ্ধের গতিকে করলো আরো দুর্বীর দুর্জয়। এক কথায় আপামর বাঙালি মুক্তিযুদ্ধে হয়েছিলো সম্পৃক্ত। নয় মাসের সাহসী লড়াইয়ে আমাদের প্রিয় ভুখন্ড হয়েছে শত্রু মুক্ত।

তবে এই চূড়ান্ত লড়াইয়ের পটভূমি সৃষ্টি হয়েছিল অনেক আগে থেকেই। কেউ বলেন ১৯৪৭ এর পরপরই ভাষা প্রশ্নে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটির দ্বিধা বিভক্তির পথ তৈরি হয়ে যায়। মোহমুক্তি ঘটে বাঙালিদের, পাকিস্তান নামক রাষ্ট্র কাঠামোর ভিতর অবস্থানের। তাঁরা উপলব্ধি করে পাকিস্তান রাষ্ট্র কাঠামোর ভিতর তৎকালীন পূর্ববাংলা এক নয়া উপনিবেশে পরিণত হয়েছে।

ভাষাকে কেন্দ্র করেই বপন হয়ে গেল স্বাধীন বাংলার রক্ত বীজ। কাজেই ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনকেই অনেকে স্বাধীনতার সিঁড়ি পথ হিসেবে চিহ্নিত করতে চান। কেউ আবার আরো অনেক পছন্দের সময় থেকেই বাঙালির মন মানসে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা সমন্বিত ছিল বলে মন্তব্য করেন।

সময়ের বিশ্লেষণ যেখান থেকেই করা হোক না কেন, হাজার বছরের ইতিহাস সমৃদ্ধ এই জনপদটির নিজস্ব পরিচয়ে অর্থাৎ স্বাধীন দেশ হিসেবে প্রতিভাসিত হওয়াটা ছিল সময়ের অপেক্ষা কেবল।

একজন কবি স্বাধীনতার সেই রক্তঝরা দিনগুলোকে রূপায়িত করেন নিম্নোক্ত শব্দপুঞ্জ।

“সময়ের বাঁক পেরিয়ে আমার স্মৃতি  
হামাগুড়ি দিয়ে খুঁজে নেয়;  
উনিশ শ একাত্তরের  
মার্চের সেই দিন . . .

কানে বাজে প্রমিথিউসের বজ্রধ্বনি অবিকল  
আমি রক্ত দেখি  
দেখি শরবিষ ডাহুক কোকিল  
লুটানো আঁচল, ভাঙা চুড়ি  
প্রাণহীন দেহ...

ছিন্ন ভিন্ন কবিতার খাতা  
নিষ্প্রাণ দোতরা;  
লাঙ্গল থমকে আছে কৃষকের,  
অনুভব করি সেই জোয়ারের টান  
অমবশ্য্যার ঐ অস্তিমায় ভাসানো  
পূর্ণিমার সাম্পান...

বুঝে গেছি আমি এতোদিনে!  
সঞ্চয় হাজার বছরের এবং

## নিবন্ধ

অধিকার পেতে শ্যামল মাটির  
যুধ ছাড়া কোন পথই ছিলো না খোলা” . . .

সত্যিকার অর্থেই আমরা যত রক্ত দিয়েছি স্বাধীনতার জন্য, তা ইতিহাসে বিরল। তো আমরা বিজয় অর্জন করেছি কতটা বছর হলো? চৈত্রিশ পেরিয়ে পয়ত্রিশে হাঁটছে সে এখন। স্বাধীনতা এখন পূর্ণ যুবক। কিন্তু এখনও কংকালসার তার দেহ। বিজয়ের সুফল, স্বাধীনতার সুফল এখনও পৌঁছে দেয়া যায়নি সকল মানুষের ঘরে। এখনও দারিদ্রতা আছে, শোষণ আছে, সন্ত্রাস আছে। এগুলোর রূপ পাল্টেছে কেবল। অনৈতিক কর্মকাণ্ডে আমরা জড়িয়ে যাচ্ছি ক্রমাশয়ে। জাতীয় জীবনে ঐক্যহীনতার বিনাশী গান আমাদের নিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারের দিকে। আজকে বিদেশী শাসক নেই, তবু নতুন করে সৃষ্টি হয় আসাদ দিবসের শোক দিবসের মতো আরো দিবস – ডাক্তার মিলন দিবস, নুরহোসেন দিবস, জাহিদ দিবস। রক্ত দিয়ে কেনা স্বাধীন দেশে আজও রাজনৈতিক কারনে মায়েয় বুক খালি হয়, বধুর হাতের মেহেদি মুছে যায়। একাত্তরে পাকিস্তানি জাভারা আমাদের জায়া জননী ভগ্নদের অপমান করেছে বিধায় আমরা নিয়েছি চরম প্রতিশোধ। কিন্তু আজ আমরা নিজেরাই হয়ে দাঁড়িয়েছি রাবণ। আজ আমাদের নিজেদের দ্বারাই আমাদের নারীরা হচ্ছে নির্যাতিত, ধর্ষিত। কিন্তু আমাদেরতো প্রতিজ্ঞা ছিলো আমাদের নদী ও নারীকে আমরা রাখবো নিরাপদ। চাঁদ জোছনায় নির্ভাবনায় হাঁটবে সকল মানুষ। গোলায় থাকবে ধান, গোয়ালে গরু, পুকুরে মাছ। মানুষ পাবে মানুষের সম্মান আর অধিকার। কিন্তু কোথায় সেই মুক্তি যুদ্ধের চেতনা? কোথায় গণতন্ত্র? আজকে রাজনৈতিক অজ্ঞানে অশনি সংকেত। এক দিকে বিভিন্ন পক্ষ থেকে পরিবারতন্ত্র চালুর প্রয়াস। অন্যদিকে আবার শুরু হয়েছে বোমাবাজী জেহাদ। সভ্যতাকে মধ্যযুগে ফিরিয়ে নেয়ার এ আয়োজনে আমরা কী নীরবেই দাঁড়িয়ে থাকবো? ঐক্যবন্ধ হয়ে প্রতিরোধে কি নামবো না আরেকবার? অসাম্প্রদায়িক চেতনার বাংলাদেশে যারা বিষ বাষ্প ছুঁতে চায় তারা কী পার পেয়ে যাবে আমাদের সীমাহীন বিভক্তির কারনে? কতকাল আর রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে চলবে সংঘাত। কতকাল আর আমাদের বুদ্ধিজীবীরা হয়ে থাকবে বিশেষ বিশেষ দলের ক্রীড়নক। জনগণ কতকাল হয়ে থাকবে গিনিপিপ?।

হরতাল হবে সাধারণ জনগণ মরবে। হরতাল ঠেকানোর আয়োজন হবে সেখানেও সাধারণ জনগণই মরবে। সন্ত্রাসীদের লক্ষ্যবস্তুও হবে সাধারণ জনগণ। যদি একটি রাষ্ট্র জীবনের নিরাপত্তা না থাকে তাহলে রাষ্ট্র কেন? কেনই বা সরকার? আর যদি বিরোধি দলগুলোও সঠিক ভূমিকা পালন করতে না পারে তবে ভেরেভা ভাজতে সে বিরোধি দলের কী দরকার?

আজকে বিজয় দিবসের উষাবতী লগ্নে দাঁড়িয়ে রাজনীতিবিদদের কাছে একটাই দাবী “সংঘাত নয় চাই সংলাপ”। গময় পেরিয়েছে অনেক। আমাদের জাগতে হবে। বাঁচতে হবে। মুক্ত বাজার অর্থনীতির এই ডামাডোলে নিজেদের তৈরি করে নিতে হবে বিশ্ব পরিসরে প্রতিযোগিতার উপযোগী করে। আমাদের মনে জাগতে হবে দেশ প্রেমের অমরাবতী রূপ। দেশ একক ভাবে কোন নেতার নয়, নেত্রীর নয়, গোষ্ঠীর নয়। দেশ জনগণের। আমাদের কাজ করতে হবে সকলে মিলে।

এবারের বিজয় দিবস সোনার কাঠি হয়ে আমাদের জাগিয়ে তুলুক, দেশ প্রেমের মন্ত্র ঢালুক হৃদয়ে, ঐক্যের সরোদ ধ্বনি ছড়িয়ে যাক অন্তর থেকে প্রান্তরে।

নিবন্ধ